**আন্তর্জাতিক নারী দিবস - নারীর অধিকার আদায়ের দিন**

রিফাত জাফরীন

নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন আট মার্চ, পালিত হয় বিশ্বজুড়ে। সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে মানুষ। গড়েছে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা। পারস্পরিক নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলায় নিজেদের টিকিয়ে রাখতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছে নারী-পুরুষ।

সভ্যতার শুরুতে নারী-পুরুষের মধ্যে দৈহিক পার্থক্য ছাড়া অন্য আর কোনো পার্থক্য ছিল না কাজে ও বিবেচনাতেও। উভয়ের কাজের প্রকার, পরিমাণ এবং মর্যাদাও ছিল সমান। সামাজিক রীতিনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর প্রাধান্য যেমন ছিল সমাজে, তেমনি পুরুষদের কর্তৃত্বও কম ছিল না। ফলে সমাজ সে সময়ে ছিল সমতাভিত্তিক। নারী ও পুরুষ ছিল একে অপরের পরিপূরক।

 কালক্রমে নারী ও পুরুষের এই সমতাভিত্তিক সমাজের অবসান ঘটে। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমতা বিনষ্ট হয় এবং নারীর অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে থাকে। তার নিজস্ব সত্ত্বা এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ঘরে-বাইরে, কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা সর্বত্র শুরু হয় নারীর সংগ্রাম। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীকে মানুষ হিসেবে তার প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার অর্জনে হিমশিম খেতে হয়। যদিও অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, তারপরও অনেক ক্ষেত্রে এখনও নারীকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

নারীর কর্ম ও সৃজনশীলতার স্বীকৃতি প্রকৃত অর্থে নিশ্চিত করা গেলে নারীমুক্তি বা নারীর অধিকার আদায়ের প্রশ্ন আসত না। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা, সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, লিঙ্গসমতার প্রতি প্রবল অনীহা, মানবতার প্রতি উদাসীনতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় নারীর মর্যাদা, তার শ্রমের মূল্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে যুগে যুগে। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে চারদেয়ালে আবদ্ধ রেখে তাদের মেধা, প্রতিভা আর কর্মস্পৃহা অবদমন করা হয়েছে বারবার।

তবে সময়ের সাথে সাথে সকল বাধার গণ্ডি পেরিয়ে মুক্ত পৃথিবীতে বেরিয়ে এসেছে নারীরা। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মজুরি বৈষম্য, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা এবং কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। কিন্তু শৃঙ্খলিত সমাজ সেদিন তা মানতে পারেনি। শান্তিপূর্ণ সেই মিছিলে পুলিশ স্বশস্ত্র হামলা চালায়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান রাজনীতিবিদ সে দেশের সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেটকিন প্রতি বৎসর ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন। সিদ্ধান্ত হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে নারীদের সম-অধিকার দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হবে এবং দিবসটি পালনে এগিয়ে আসে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীরা।

প্রতি বছর নারীর অধিকার এবং স্বাধীনতা আদায়ের দিন হিসেবে এ দিনকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উদযাপন করে সারাবিশ্ব। বাংলাদেশে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে এবং দিবসটির তাৎপর্য অনুধাবন করে পরিপূর্ণ মর্যাদায় নানা কর্মসূচি পালন করা হয়।

 প্রতিবারের মতো এবারও একটি প্রতিপাদ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দিবসটি পালিত হবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ এর প্রতিপাদ্য হলো ‘প্রজন্ম হোক সমতার : সকল নারীর অধিকার’ এবং দিবসটি উপলক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অনেক হাসপাতালে এ দিন উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি এবং বিনামূল্যে কর্মজীবী নারীদের চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে অন্যান্যবারের মতো।

নিপীড়িত নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতাযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নির্যাতিত নারীদের ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে গঠন করেন নারী পুনর্বাসন বোর্ড, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নে সম্পৃক্ত হওয়ার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। বর্তমান সরকার নারী ও শিশুদের উন্নয়নে দারিদ্র্যবিমোচন, বাল্যবিবাহ নিরোধ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারী ও শিশুপাচার রোধ, যৌতুক নিরোধ আইন, নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরণে আইন প্রণয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ নারী ও শিশুদের উন্নয়নে বিবিধ কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, শিশু একাডেমি ও জয়িতা ফাউন্ডেশন, যার মাধ্যমে নারীর অধিকার আদায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

-২-

২০১৯-২০ অর্থবছরে দারিদ্র্যবিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সরকার মোট বাজেট বরাদ্দ দিয়েছে ৭৪ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা। বর্তমানে প্রায় ৮৭ লাখ মানুষ বিভিন্ন ভাতা পাচ্ছেন। নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও বিভিন্ন বাধা উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ২০১৯ সালে পাঁচ নারীকে জয়িতা পুরস্কার দিয়েছেন মননীয় প্রধানমন্ত্রী।

 নারীদের অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ‘মাল্টিসেক্টাল প্রোগ্রাম’ দেশব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগে ‘জয় মোবাইল অ্যাপস’ নামে একটি মোবাইল অ্যাপস প্রবর্তন করা হয়েছে। নির্যাতনের শিকার কিংবা নির্যাতনের আশঙ্কা রয়েছে এরকম নারী ও শিশুদের তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তা প্রদান করার জন্য এই অ্যাপস ব্যবহার করা যাবে। এছাড়াও ১০৯ নম্বরে ফোন করে নারী ও শিশুসহ সকল শ্রেণির মানুষ প্রয়োজনীয় সহায়তা পাচ্ছেন। মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯-এ নারীদের ওপর যৌন হয়রানিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নারী নেতৃত্বে সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে সম্মানজনক ‘গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছেন। যেসব নারী তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি সেসব নারীদেরকে এই অ্যাওয়ার্ড উৎসর্গ করেছেন। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক অঙ্গণে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তাঁকে ‘ডব্লিউআইপি গ্লোবাল ফোরাম অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করা হয়।

সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় দেখা যায়, নারীরা কোনো অংশেই পিছিয়ে নেই। ফরাসি বিপ্লব, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক আন্দোলন, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রামসহ সব আন্দোলন সংগ্রামে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। পাহাড় চূড়া, জল, স্থল সর্বক্ষেত্রেই বাংলার নারীর দীপ্ত পদচারণা। বাংলাদেশের নারীরা সর্বোচ্চ পর্বতচূড়ায় দেশের পতাকা উড়িয়েছেন। ক্রীড়াক্ষেত্রেও নারীরা পিছিয়ে নেই। ক্রিকেট ও ফুটবলে বাংলাদেশের মেয়েরা অসামান্য অগ্রগতি সাধন করেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীরা সফল। দেশে-বিদেশে এদেশের মর্যাদা ও সম্মান অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছেন তারা। বর্তমানে দেশের নারীরা সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

নারীর ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের প্রথম স্থানে। প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা, স্পিকার, মন্ত্রী, হাইকোর্টের বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে শুরু করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সামরিক বাহিনী, বিমান বাহিনী, পুলিশ, র‌্যাবসহ সবজায়গায় নারীর সরব উপস্থিতি। তাদের গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ বাধাহীনভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের কার্যকর বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। দারিদ্র্যের হার ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। অনেক অর্জনের মধ্যে ছোটোখাট যে সমস্যাগুলি রয়েছে তা চিহ্নিত করে নারীর অধিকার নিশ্চিতে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত থাকলে নারী দিবসের চেতনা সার্থক হবে এবং বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হতে পারবে এবং নারীর অধিকার আদায় সম্পূর্ণ হবে। সফল হবে এ বছরের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য সমতা অর্জনের অঙ্গীকার।

#

০৫.০৩.২০২০ পিআইডি ফিচার